দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

গোয়ালন্দের চর বেতকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চারবার নদীভাঙনের শিকার

■ গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) সংবাদদাতা

গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের চর বেতকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত ৬ সেপ্টেম্বর নদীভাঙনের কবলে পড়ে শ্রেণি পাঠদান চলছে ছোটভাকলা ইউনিয়নের চর বরাট এলাকার রাস্তার পাশে একটি মেহগনি বাগানে। দেবগ্রামের চর দেলুন্দি এলাকার পদ্মা নদী থেকে কয়েক গজ দূরে ছিল বিদ্যালয়। ভাঙনের কারণে আশেপাশের বাড়ি-ঘর চলে গেছে। বিদ্যালয়ের একটি ঘর শ্রমিকরা ভেঙে ছোটভাকলার চর বরাট এলাকার রাস্তার পাশে স্থানীয় আলাউদ্দিন মোল্যার মেহগনি বাগানে নিয়ে ফেলছে। বাগানজুড়ে ফেলা রয়েছে পদ্মা নদীর পাড় ভাঙন রোধে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত সিমেন্টের ব্লক। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চ ফেলে ও ইট-পাথরের ব্লকের ওপর বই-খাতা রেখে শিক্ষার্থীরা পাঠদান করছে। প্রায় ৬০-৭০ জনের মতো শিক্ষার্থীর উপস্থিতি চোখে পড়ে। পাশে একটি টেবিল ও দুই-তিনটি চেয়ার। সেখানে বসে দাপ্তরিক কাজ সারছেন প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসী তাহেরা। সহকারী শিক্ষক আব্দুল ওহাব, মর্জিনা খাতুন, খাদিজা পারভীন ও রহিমা খাতুন নিচ্ছেন ক্লাস।

প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসী তাহেরা জানান, ১৯৭৫ সালে স্থাপিত দেবগ্রাম ইউনিয়নের পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হয় বলে চর বেতকা এলাকার নামকরণে বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয় ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি ২০১৬ সালের মার্চ মাসে যোগদান করেন। সহকারী শিক্ষক আব্দুল ওহাব জানান, চর বেতকা থাকাকালীন ১৯৯৩ সালে বিদ্যালয়টি প্রথম ভাঙনের কবলে পড়ে। সেখান থেকে কয়েকশ' গজ দূর বেতকায় আনা হয়। একবছর পর ১৯৯৪ সালে ভাঙনের কবলে পড়লে সরে আসি সাজাপুর এলাকায়। তখনকার বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মণ্ডলের বাড়ির উঠানে বিদ্যালয়টি বসানো হয়। প্রায় ১০ বছর পর ফের নদীভাঙনের কবলে পড়লে ২০১৪ সালে নদী পাড়ি দিয়ে চর দেলুন্দিতে আনা হয়। এখানেও ভাঙনে বেশিদিন টিকতে পারেনি বিদ্যালয়টি। তিন বছরের মাথায় ৬ সেপ্টেম্বর চর দেলুন্দি থেকে সরিয়ে আনা হয় পাশের ছোটভাকলা ইউপি'র চর বরাট এলাকায়। এভাবে চারবার নদী ভাঙনের কবলে পড়ে বিদ্যালয়টি।

নদী ভাঙনের কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী খালেদা খাতুন, বিপ্লব প্রামাণিক জানায়, তাদের বাড়ি চর দেলুন্দিতে। নদীভাঙনে তাদের মতো অনেকে বাড়ি-ঘর ভেঙে অন্যত্র চলে গেছে। বিদ্যালয়ে কোনো ঘর না থাকায় প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। কয়েকজন শিক্ষক জানান, ভাঙনের পর কোনো কর্মকর্তা দেখতে আসেননি। তবে গতকাল বুধবার সংবাদকর্মীরা পরিদর্শনের পর ওইদিন বিকেলেই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সরেজমিনে বিদ্যালয়টি দেখতে যান। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মালেক বলেন, গতকাল বুধবার বিকেলে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে খোঁজ-খবর নিয়েছি। একই সাথে কর্তৃপক্ষ যেখানে চাইবে, সেখানেই স্থানান্তরের ব্যাপারে কাজ শুরু করবো।

ইউএনও মোঃ হাসান হাবীব বলেন, দৌলতদিয়া এবং দেবগ্রাম ইউনিয়নের সীমানাবর্তী কুশাহাটা এলাকা দুর্গম হলেও বেশকিছু বসতি গড়ে উঠেছে। সেখানে কোনো বিদ্যালয় নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবিতে কুশাহাটা এলাকায় বিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।